দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 08 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫...

লালমনিরহাটে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রলীগ নেতা খুনের ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহের চেষ্টা

মানিক সরকার মানিক, লালমনিরহাট ঘুরে এসে ॥

বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জেলা ছাত্রলীগ নেতা মাশরাফুল আলম সোহেল খুন হওয়ার বিষয়টিকে এখন ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহলে কথা উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এমনকি ঘটনার পর নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের জন্য বিএনপিকে দায়ী করা হয়। কিন্তু শুক্রবার এলাকার এমপি ও উপমন্ত্রী ঘুরে যাবার পর ওই পরিবারের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে; রাজনৈতিক কোন ঘটনায় সোহেল খুন হয়নি। শুধু তাই নয়, নিহত সোহেল জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হলেও তার পরিবারের পক্ষ থেকে এখন বলা হচ্ছে যে, সে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পরিবারের এ রহস্যজনক আচরণকে জেলা আওয়ামী ও ছাত্রলীগের বহু নেতাকর্মীই, মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণকারী বিএনপিতে যোগ দেয়া নব্য এক নেতা মোশাররফ হোসেন রানার চরম হুমকি এবং ভয়ভীতির কারণ বলে উল্লেখ করছেন। জানা গেছে, খুন হবার মাত্র ১০ দিন আগে নিহত পরিবারের সম্মতি ছাড়া সোহেল যে মেয়েকে বিয়ে করেছে, সেই মেয়ের পরিবারকেও এই খুনের সঙ্গে জড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আরও অভিযোগ রয়েছে, বিএনপি মনোভাবাপন্ন এবং এমপি ও মন্ত্রীর একান্তই নিজের লোক বলে দাবিদার স্থানীয় ক'জন সাংবাদিক সমস্ত ঘটনার উস্কানিদাতা এবং বিষয়টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এদিকে সোহেল খুন হবার চারদিন অতিবাহিত হলেও খুনের সময় সেখানে উপস্থিত এবং একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সোহেলের বন্ধু এনামুলসহ অন্যদের পুলিশ এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। অনেকের মতে, এনামুলক জিজ্ঞাসাবাদ করলেই খুনের সঙ্গে কারা জড়িত এবং কেন খুন হলো তা বেরিয়ে আসতে পারে।

নিহত সোহেলের পরিবার, তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, জেলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ছাড়াও বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সোহেল ছিল খুবই শান্তশিষ্ট এবং একজন ভাল সংগঠক।

এদিকে লালমনিরহাটের সার্বিক অবস্থা ও বিএনপির কর্মকাণ্ড নিয়ে রিপোর্ট করায় রংপুর থেকে প্রকাশিত বিএনপি নেতার মালিকানধীন একটি পত্রিকায় রংপুর ও লালমনিরহাটের ক'জন সাংবাদিককে জড়িয়ে আপত্তিকর কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়। এতে দু'জেলার সাংবাদিকদের মাঝেই চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। লালমনিরহাট শহরের অনেকেই রবিবার বিএনপির নেতার মালিকানাধীন এই পত্রিকার রিপোর্টটির জন্য তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।